OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 371 - 376
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 371 - 376
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের ‘খড়ির গণ্ডি’-র লুৎফা : মাতৃত্বের এক না বলা অধ্যায়

প্রসেনজিৎ পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা
Email ID: prasenjitpaul562@gmail.com
0009-0004-6752-3380

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Lutfa, Bulbul, motherhood, kharir gandi, land rights, Nadir, responsibility, biological mother, care.

Abstract
Rudraprasad Sengupta's play 'Kharir Gondi' is based on the complex relationship between war, power, property, social class and justice. In this play, a unique and human form of motherhood is revealed through the character of Lutfa. The true significance of motherhood is revealed through the deep affection, responsibility and sacrifice that Lutfa shows towards Bulbul, even though she is not Bulbul's biological mother in the conventional sense. In the play, the playwright raises a deeper question through the contrast in the natures of Bulbul's biological mother Nadira and foster mother Lutfa. Is the right of motherhood determined only by blood or biological lineage, or is it developed through the love of filial affection, upbringing and selfless self-sacrifice? In the context of this question, a deep morality can be seen in the debate regarding land rights at the beginning of the play. In the case of land, not only the claim of ownership is given importance, but also the rights of the person who is associated with the care and productivity of the land. Similarly, in the case of Bulbul, Lutfa's motherhood, dedicated to her upbringing and welfare rather than her birthright, gains moral recognition. Ultimately, the experiment with the chalk line gives this moral formula of 'rights based on unconditional affection and care' ultimate significance. As a result, Lutfa's motherhood is not merely an expression of personal emotion; it emerges as an important sign of human responsibility, fairness, and social justice. Lutfa's maternal love, the inherent relationship between land and motherhood, and the morality of care in determining rights have been analyzed in more than one chapter of motherhood.

Discussion

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বের্টোল্ট ব্রেখট এর ’দ্য ককেশিয়ান চক সার্কেল’ নাটকে বাংলায় ‘খড়ির গণ্ডি’ নামে বঙ্গীকরণ করেন। ‘খড়ির গণ্ডি’ নাটকটি যুদ্ধ, ক্ষমতা, সম্পত্তি, সামাজিক শ্রেণি এবং ন্যায় বিচারের জটিল সম্পর্ককে কেন্দ্র করে নির্মিত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 371 - 376
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এখানে মাতৃত্ব অধিকার, সম্পত্তি অধিকার, মানবিকতা এবং ন্যায় বিচারের মতো নানা বিষয় একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছে। নাটকটির বিশেষত্ব হল, এখানে মাতৃত্বকে শুধু সন্তান জন্ম দেওয়ার জৈবিক সম্পর্ক হিসেবে দেখানো হয়নি। বরং একজন মানুষের প্রতি ভালোবাসা, যত্ন, অপত্য স্নেহ, দায়িত্ব এবং নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ কীভাবে একটি সম্পর্ককে গভীর ও সত্য করে তোলে, সেই বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লুৎফা এই ভাবনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে বুলবুলের জন্মদাত্রী মা নয়, কিন্তু শিশুটির বিপদের সময় তাকে আশ্রয় দিয়ে নিজের জীবনকে বিপদের মধ্যে ফেলে তাকে রক্ষা করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই মাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে লুৎফা। অন্যদিকে বুলবুলের জন্মদাত্রী নাদিরা তার সন্তানকে বিপদের সময় ফেলে রেখে চলে যায় এবং পরে বুলবুলের ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নাট্যকার এই দুই নারীর মানসিকতার পার্থক্যের মধ্য দিয়েই মাতৃত্বের প্রচলিত ধারণাকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেন। নাটকের প্রস্তাবনায় একই জমি নিয়ে দুই গোষ্ঠীর বিরোধ এবং পরবর্তী অংশে একই শিশুকে নিয়ে দুই নারীর বিরোধ— এই দুই ঘটনাকে পাশাপাশি রেখে 'অধিকার' ও 'মালিকানা'-র প্রশ্নটি তৈরি করা হয়েছে।

নাটকের শুরুতেই দেখা যায় নবান্নের আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। হঠাৎ করে মহিম লস্কর তার দলবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। তারপরেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ময়নাবিলের জমির 'অধিকার' বা 'মালিকানা'কে কেন্দ্র করে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। আর এখানে প্রশ্ন ওঠে— জমির প্রকৃত অধিকারী কে? শুধু জমির ওপর দাবি থাকলেই কি কেউ তার প্রকৃত অধিকারী হয়ে যায়? নাকি যে ব্যক্তি জমির প্রতি যত্নশীল, তার উৎপাদন ও ভবিষ্যতের কথা ভাবে এবং তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে চায়, তার দাবির মধ্যে অধিকতর নৈতিক সত্য রয়েছে? নাট্যকার এই প্রশ্নের মাধ্যমে মালিকানার প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখান। জমিকে এখানে শুধু সম্পত্তি হিসেবে দেখা হয় না; তার সঙ্গে মানুষের শ্রম, জীবনযাপন এবং ভবিষ্যৎ জড়িয়ে থাকে। তাই জমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিচর্যা ও দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত রতনের কথা স্মরণ করা যেতে পারে—

> "জমি হল মা, বুঝলে? মা। যে আদর করে, যে যত্ন করে, যে মাতায় রাকে, জমি তার।"[১]

নাটকে পরবর্তীতে জমির প্রকৃত অধিকার বোঝাতে একটি রূপক গল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই গল্পে পালক মাতা লুৎফা, গর্ভধারিণী মাতা নাদিরা এবং শিশু বুলবুলের আন্তঃসম্পর্কের মধ্য দিয়ে মাতৃত্ববোধের প্রকৃত অধিকারটি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। নাটকের সূচনায় জমি নিয়ে যে বিতর্কের অবতারণা ঘটে, তাই মূলত পরবর্তী মাতৃত্ব বিষয়ক গভীর আলোচনার মূল ভিত্তি গড়ে দেয়। অর্থাৎ শুরুতে জমির অধিকার নিয়ে যে প্রশ্ন ওঠে, পরে বুলবুলকে কেন্দ্র করে সেই প্রশ্নটি অন্য রূপে ফিরে আসে— শিশুটির প্রকৃত অধিকারী বা প্রকৃত মা কে? এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলা দরকার। নাটকে সরাসরি 'জমি মায়ের মতো'— এমন সরল তুলনা করা হয়নি। বরং জমি এবং মাতৃত্বের প্রশ্নকে একই ধরনের নৈতিক কাঠামোর মধ্যে রাখা হয়েছে। জমির অধিকারের ক্ষেত্রে যেমন পরিচর্যা, শ্রম ও দায়িত্ব পালনের বিষয়টি মূখ্য হয়ে ওঠে তেমনি শিশুর ক্ষেত্রেও পরিচর্যা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধই মাতৃত্বের আসল স্বত্ব নির্ধারণ করে। অর্থাৎ জমির ক্ষেত্রে 'কার অধিকার?' এবং বুলবুলের ক্ষেত্রে 'কার মাতৃত্বের অধিকার?'—এই দুটি প্রশ্ন আলাদা হলেও তাদের অন্তর্নিহিত যুক্তি অনেকটা একই। এই দিকটি থেকেই নাটকের জমি-বিতর্ককে লুৎফার মাতৃত্বের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এই নাটকের প্রস্তাবনা আর পরবর্তী কাহিনি বিচ্ছিন্ন দুটি অংশ বলে মনে হয় না; বরং প্রথম অংশটি পরবর্তী মাতৃত্বের প্রশ্নের নৈতিক প্রস্তুতি তৈরি করে।

মাতৃত্বের প্রচলিত ধারণায় সাধারণত সন্তান জন্ম দেওয়াকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। একজন নারী সাধারণত দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারন করে নানা রকম কষ্ট যন্ত্রনা সহ্য করার পর সন্তানকে জন্ম দিলে সেই নারীটি সেই শিশুর মা— এই ধারণাটি সমাজে খুব স্বাভাবিক। মাতৃত্বের ধারনা প্রসঙ্গে ১ম উকিল বলে—

> "দুনিয়াতে যত বাঁধন আছে, সবচেয়ে জোরদার বাঁধন রক্তের। ...ধর্মীয় পবিত্র মিলনের ফল এল পেটে— তার পর কত কষ্টে কত যন্ত্রণায় সেই শিশুর জন্ম!"[২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 371 - 376
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কিন্তু 'খড়ির গণ্ডি' নাটক এই স্বাভাবিক ধারণাটিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। সন্তান জন্ম দেওয়া অবশ্যই মাতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কিন্তু তার পাশাপাশি সেই সন্তানকে রক্ষা করা, তার প্রয়োজন বোঝা, তাকে ভালোভাবে মানুষ করা এবং তার ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব নেওয়াও মাতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই নাটকে মাতৃত্ব যেন শুধু রক্তের সম্পর্ক নয়, বরং নিবিড় যত্ন, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া একটি সম্পর্ক। এই কারণেই লুৎফা চরিত্রটি নাটকের কেন্দ্রে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে বুলবুলকে জন্ম দেয়নি, কিন্তু তাকে মানুষ করার দায়িত্ব নিয়েছে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই তার মধ্যে মাতৃত্বের অনুভূতি ধীরে ধীরে গভীর হয়েছে।

লুৎফা হল দৌলতপুর পরগনার নবাব আব্বাস আলির একজন সাধারণ পরিচারিকা। তার নিজের জীবনও খুব একটা নিরাপদ বা স্বচ্ছল ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় নবাবের রাজপ্রাসাদে যখন বিপর্যয় নেমে আসে, তখন সন্তান শাহজাদা বুলবুল অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকে। তার জন্মদাত্রী মা বেগম সাহেবা নাদিরা সেই সময় নিজের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। এই অশান্তকর অবস্থায় যখন নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে রাজপ্রাসাদের সবাই চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় তখন লুৎফা শিশুটির প্রতি গভীর মমতা অনুভব করে বলে—

"চোখ পিটপিট করছে - ঘুম ভেঙেছে বোধহয় বাচ্চাটার।"[৩]

লুৎফার সামনে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত আসে। সে চাইলে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে শিশুটিকে সেখানেই রেখে যেতে পারত। কিন্তু তার মানবিক বোধ তাকে তা করতে দেয় না। সে বুলবুলকে নিজের কোলে তুলে নেয়। এখান থেকেই বুলবুলের সঙ্গে তার সম্পর্কের শুরু। প্রথমে এই সম্পর্কের মধ্যে সহানুভূতি থাকলেও ধীরে ধীরে তা দায়িত্ব এবং তারপর মাতৃস্নেহে পরিণত হয়। লুৎফা এই পরিবর্তনই নাটকের মাতৃত্ব-ভাবনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বুলবুলকে নিয়ে লুৎফার পথ চলা সহজ নয়। শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে তাকে নানা বিপদের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। শিশুটির নিরাপত্তার কথা ভাবতে গিয়ে নিজের প্রাণপণ বাজি রেখে দুর্গম পথ পারি দিতে হয়েছে। লুৎফা সেই দুর্গম পথ পারি দেওয়ার সময় বুলবুলকে ত্যাগ না করে বরং তাকে তার সঙ্গে সাথী করে নিয়েছিল। এই সময় লুৎফার বলে —

"আমরা একসাথেই থাকব! 'বাঁচলে বাচি, মরলে মরি— একসাথে গো একসাথে'।"[৪]

কোথায় আশ্রয় পাবে, কীভাবে শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখবে, কীভাবে তার খাবারের ব্যবস্থা করবে— এই সবকিছুই তাকে চিন্তা করতে হয়েছে। লুৎফা শেষপর্যন্ত বুলবুলের নিরাপত্তার জন্য শত কষ্ট বুকে নিয়ে তার প্রেমিক মুনসুর আলিকে ত্যাগ করে লিয়াকৎকে বিয়ে করতেও পিছু পা হয়নি। বিয়ের পরে তার স্বামী ও শাশুড়ির কাছ থেকে নানারকম লাঞ্ছনা সহ্য করেও সে বুলবুলকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। বুলবুলের জন্য তাকে নানা অসুবিধা সহ্য করতে হয়। এমনকি এমন পরিস্থিতিও আসে, যখন শিশুটিকে নিজের কাছে রাখা তার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। তবু শেষপর্যন্ত লুৎফা বুঝতে পারে যে বুলবুলকে একেবারে পরিত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই জায়গায় লুৎফার মাতৃত্বকে কোনো সহজ আবেগ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি এমন এক মাতৃত্ব, যা ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা, দায়িত্ব, কষ্ট এবং নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। তাই লুৎফার মাতৃত্বকে 'অর্জিত মাতৃত্ব' বলা যেতে পারে— কারণ সে জন্মসূত্রে মা নয়, কিন্তু নিজের কাজের মধ্য দিয়ে মায়ের মর্যাদা অর্জন করে।

এই দিকটি আরও স্পষ্ট হয় লুৎফা ও নাদিরার তুলনা করলে। রাজপ্রাসাদে যখন অশান্তির আগুন জ্বলে উঠে সবাই তখন নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পরে। সেই সময় বেগম নাদিরার কাছে পুত্র বুলবুলের থেকেও পশমি কামিজটা আর জাফরানি চপ্পলটা বেশি দরকারি মনে করে দাসদাসীদের উদ্দেশ্য করে বলে—

"ওকে একটু নামিয়ে রেখে অন্দর থেকে আমার জাফরানি চপ্পলটা জলদি নিয়ে আয়।"[৫]

নাদিরা বুলবুলের জন্মদাত্রী মা হয়েও বুলবুলের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে সে তাকে ফেলে চলে যায়। পরবর্তীকালে দৌলতপুর পরগনার অশান্ত পরিবেশ ধীরে ধীরে শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে আসে। এই সময় উত্তরাধিকারী সূত্রে আব্বাস

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 371 - 376
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আলীর সমস্ত সম্পত্তি মালিক হয়ে ওঠে বুলবুল। বুলবুলের এই সম্পত্তির অধিকারকে কেন্দ্র করে তাকে নিজের সন্তান বলে দাবি করে নাদিরা। অর্থাৎ বুলবুলকে নিজের সন্তান হিসেবে ফিরে পাওয়ার দাবির সঙ্গে শুধু সন্তানের প্রতি স্নেহ, মায়া, মমতা কিংবা মাতৃত্বের বিষয়টি জড়িয়ে ছিল না, তার সঙ্গে ছিল সম্পত্তির ও উত্তরাধিকার লাভের বিষয়টিও গভীরভাবে যুক্ত ছিল। বুলবুলকে নিয়ে যে দাবি তৈরি হয়, তারমধ্যে একদিকে যেমন সন্তানের প্রতি মায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রয়েছে তেমনি অন্যদিকে সম্পত্তির প্রতি লোভ ও উত্তরাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে লুৎফা হল নাদিরার সম্পূর্ণ বিপরীত। লুৎফা বুলবুলের কাছ থেকে কোনো সম্পদ বা সুবিধা পাওয়ার জন্য তাকে গ্রহণ করেনি। সে শিশুটিকে গ্রহণ করেছিল তার অসহায় অবস্থার কারণে। পরবর্তীতে বুলবুলকে নিজের কাছে রাখার জন্যও সে নিজের স্বার্থের কথা ভাবেনি। ফলে নাদিরা জন্মসূত্রে মা হলেও লুৎফা কাজের মধ্য দিয়ে মায়ের ভূমিকা পালন করে। নাট্যকার এই দুই নারীর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে আসলে প্রশ্ন করেন— শুধু রক্তের সম্পর্কই কি মাতৃত্বের শেষ কথা? নাকি সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও ভালোবাসাও মাতৃত্বের একটি বড় সত্য?

এই জায়গায় নাটকের প্রথম অংশের জমি-বিতর্ক আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জমিরক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তার প্রতি যত্নশীল এবং তাকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে চায়, তার সঙ্গে জমির একটি গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। একইভাবে বুলবুলের ক্ষেত্রেও যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষা করে, তাকে আশ্রয় দেয়, তার যত্ন নেয় এবং তার ভবিষ্যতের কথা ভাবে, তার সঙ্গে শিশুটির একটি গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। তাই জমি এবং বুলবুলকে পাশাপাশি রাখলে 'অধিকার' সম্পর্কে ধারণাটি সহজে বোঝা যায়। জমির প্রশ্নে যেমন শুধু মালিকানা নয়, জমির কল্যাণের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই শিশুর প্রশ্নে শুধু জন্ম নয়, শিশুর কল্যাণের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে জমির অধিকার এবং মাতৃত্বের অধিকারের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সম্পর্ক তৈরি হয়।

এখানে 'পরিচর্যার ভিত্তিতে অধিকার' কথাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কিছু নিজের বলে দাবি করলেই তার ওপর নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। তার প্রতি আমরা কী দায়িত্ব পালন করেছি, তার কল্যাণের জন্য কী করেছি এবং তাকে রক্ষা করার জন্য কতটা চেষ্টা করেছি— এসব প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের জমির ঘটনায় এই ধারণা যেমন সামনে আসে, তেমনই বুলবুলের ঘটনায় তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লুৎফা বুলবুলকে জন্ম দেয়নি, কিন্তু শিশুটিকে রক্ষা করার জন্য যে শ্রম ও ত্যাগ করেছে, তার ফলে তার সঙ্গে বুলবুলের এমন একটি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, যা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গভীর। এই কারণেই নাটকে মাতৃত্বকে একটি অর্জিত নৈতিক অবস্থান হিসেবেও দেখা যায়।

লুৎফার মাতৃত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সে বুলবুলের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবে। সে শুধু শিশুটিকে বর্তমান বিপদ থেকে রক্ষা করতে চায় না; সে চায় বুলবুল ভালো মানুষ হয়ে বড় হোক। তার কাছে শিশুকে বাঁচিয়ে রাখাই শেষ কথা নয়, তাকে মানবিকভাবে বড় করে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আদালতে বিচারক লুৎফার কাছে জানতে চান—

> "বুঝিয়ে বলতো কেন তোমায় বাচ্চাটা দেওয়া হবে?"[৬]

এই প্রশ্নের উত্তরে তখন লুৎফা বলে—

> "আমি আমার বিচার-বুদ্ধিমতো ওকে মানুষ করেছি। সব সময় ওর জন্য কিছু খানার বন্দোবস্ত করেছি। প্রায় সব সময় ওর মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করেছি। আমি কখনও নিজের আরামের কথা ভাবিনি। সবার সাথে দোস্তি করতে শিখিয়েছি। যতটা পারে নিজেই নিজের কাজ করতে শিখিয়েছি। কিন্তু এখনো ও বড্ড বাচ্চা।"[৭]

লুৎফার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মাতৃত্বের প্রকৃত স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাতৃত্ব শুধু আদর বা আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; এর সঙ্গে শিক্ষা, মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণের বিষয়টিও যুক্ত হয়। এই কারণে লুৎফার মাতৃত্বকে বৃহত্তর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 371 - 376
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সামাজিক অর্থেও দেখা যায়। নাটকের আলোচনায় 'মা' শুধু একজন শিশুর পরিচর্যাকারী নন; তিনি এমন একজনের প্রতীক, যিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বশীল।

নাটকের শেষদিকে খড়ি মাটি দিয়ে গন্ডি কাটার আজব পরীক্ষার দৃশ্যে এই সমস্ত প্রশ্নের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়। বুলবুলকে একটি খড়ি মাটি দিয়ে গন্ডির কেটে তার মধ্যে রাখা হয়। আর লুৎফা ও নাদিরাকে শিশুটিকে নিজেদের দিকে টেনে নেওয়ার মাধ্যমে মাতৃত্বের দাবি প্রমাণ করতে বলা হয়। এই পরীক্ষার মধ্যে একটি গভীর নৈতিক প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। যে নারী নিজের দিকে শিশুটিকে টেনে নিয়ে তাকে পাওয়ার চেষ্টা করবে, সে কি সত্যিই শিশুটির কল্যাণ চায়? নাকি যে নারী শিশুটির ক্ষতি হতে পারে বুঝে তাকে নিজের দিকে টান দিতে অস্বীকার করবে, সেই প্রকৃত অর্থে শিশুটির কল্যাণকামী মা? লুৎফা একজন খেটে খাওয়া শ্রমজীবি নারী। তার মধ্যে অফুরন্ত শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে দ্বিতীয় পথটি বেছে নেয়। সে বুলবুলকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে নিজের দাবি প্রমাণ করতে চায় না, কারণ তার কাছে বুলবুলের নিরাপত্তা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই লুৎফা মহামান্য আদালতের বলে—

> "আমি ওকে জোর করে ধরে রাখতে পারিনি। (মুস্তাকের কাছে দৌড়ে যায়) হুজুর, আমি আপনাকে যা যা বলেছি সব ফিরিয়ে নিচ্ছি! আপনার কাছে মাপ চাইছি।"[৮]

আদালত যখন লুৎফাকে পুনরায় পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে চায়, তখন তার মানসিক বিপর্যয় আরো স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। সে আদালতের কাছে নিজের অসহায়তা ও মনের অবস্থার কথা জানিয়ে বলে—

> "আমি ওকে মানুষ করেছি, বড়ো করেছি, আমি কী করে ওকে দু'টুকরো করে ফেলব? এ আমি পারব না।"[৯]

আদালতের এই পরীক্ষাতেই তার মাতৃত্বের প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়। লুৎফা যে শিশুকে নিজের বলে দাবি করতে পারে, তার চেয়েও বড় বিষয় হল— সে শিশুটির ক্ষতি করে তাকে পেতে চায় না।

খড়ি মাটি দিয়ে গন্ডি কাটার আজব পরীক্ষার ঘটনাটি নাটকের শুরুতে জমিকে কেন্দ্র করে উত্থাপিত প্রশ্নের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে দেখা যায়। শুরুতে প্রশ্ন ছিল, কোনো কিছুর প্রকৃত অধিকারী কে? শেষে প্রশ্ন হয়, শিশুটির প্রকৃত মা কে? দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ই পরিচর্যা ও দায়িত্বের বিষয়টি সামনে আসে। জমির ক্ষেত্রে যে নৈতিক যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বুলবুলের ক্ষেত্রে সেটিই নতুন অর্থে ফিরে আসে। তাই নাটকের প্রস্তাবনা এবং শেষের খড়ি মাটি দিয়ে গন্ডি কাটার আজব পরীক্ষার ফলাফলকে পাশাপাশি রাখলে একটি সম্পূর্ণ বৃত্তাকার কাঠামো তৈরি হয়। শুরুতে জমি, শেষে শিশু— কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মূল প্রশ্ন 'অধিকার' এবং সেই অধিকারের নৈতিক ভিত্তি।

লুৎফার চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত একটি মানবিক ন্যায়বোধের কথা বলেন। প্রচলিত আইন বা সামাজিক মর্যাদা সবসময় প্রকৃত ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কখনও কখনও আইন জন্মসূত্র, সম্পত্তি বা সামাজিক ক্ষমতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারে। কিন্তু মানুষের বাস্তব কাজ এবং মানবিক দায়িত্বকে ন্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে সামনে আনেন। বুলবুলের ক্ষেত্রে নাদিরার রক্তের সম্পর্ক থাকলেও লুৎফার পরিচর্যা ও আত্মত্যাগ তার দাবিকে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করে। একইভাবে জমির ক্ষেত্রেও কেবল মালিকানা নয়, তার প্রতি দায়িত্বের প্রশ্ন সামনে আসে। এই দৃষ্টিতে লুৎফা শুধু একজন স্নেহময়ী নারী নয়; সে মানবিক ন্যায়বোধের একটি প্রতীক।

সুতরাং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'খড়ির গন্ডি' নাটকটি যুদ্ধ, ক্ষমতা, সম্পত্তি, সামাজিক শ্রেণি এবং ন্যায়বিচারের জটিল সম্পর্ককে কেন্দ্র করে নির্মিত হলেও এই নাটকে লুৎফার মাতৃস্নেহকে শুধু একজন নারীর ব্যক্তিগত আবেগ হিসেবে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বোঝা যায় না। নাটকের শুরুতে জমির অধিকার নিয়ে যে প্রশ্ন ওঠে, তার সঙ্গে লুৎফার মাতৃত্বের একটি গভীর নৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। জমির ক্ষেত্রে পরিচর্যা ও দায়িত্ব যেমন অধিকারের ধারণাকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়, তেমনই বুলবুলের ক্ষেত্রে লুৎফার ভালোবাসা, পরিচর্যা, আত্মত্যাগ এবং দায়িত্ব তার মাতৃত্বকে সত্য করে তোলে। নাদিরা বুলবুলের জন্মদাত্রী হলেও লুৎফা তার জীবনকে রক্ষা ও লালন করার মধ্য দিয়ে নৈতিক অর্থে মায়ের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 43
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 371 - 376
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মর্যাদা অর্জন করে। খড়ি মাটি দিয়ে গন্ডি কাটার পরীক্ষায় সে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেয়ে বুলবুলের নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এই সত্যকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে। তাই এই নাটকে মাতৃত্বের প্রকৃত অর্থ জন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তা গড়ে ওঠে ভালোবাসা, পরিচর্যা, দায়িত্ব, শ্রম এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। জমির অধিকার থেকে শিশুর অধিকার এবং শিশুর অধিকার থেকে মাতৃত্বের অধিকার— এই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে লুৎফার মাতৃস্নেহ শেষ পর্যন্ত মানবিক ন্যায়বোধের এক শক্তিশালী প্রতীক হয়ে ওঠে।

Reference:

১. সেনগুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ : খড়ির গণ্ডি, নাটক সমগ্র (২), কৌশিক রায়চৌধুরী সম্পাদিত, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১৯
২. তদেব, পৃ. ৭৮
৩. তদেব, পৃ. ৩৪
৪. তদেব, পৃ. ৪৩
৫. তদেব, পৃ. ৩৩
৬. তদেব, পৃ. ৭৮
৭. তদেব, পৃ. ৭৮
৮. তদেব, পৃ. ৮৪
৯. তদেব, পৃ. ৮৫